গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ
(Abstract)

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যশালী সম্পদ মঙ্গলকাব্যের বিশ শতকে ঘটেছে নানা রূপান্তর। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে মানুষের চিন্তা-চেতনায় দ্বন্দ্ব-জটিলতা, মূল্যবোধের যে অবক্ষয় তা বাঙালীর চেতনার জগতে প্রভাব ফেলে। হতাশাময় ও স্বপ্নভঙ্গের এই সময়ে বাংলা সাহিত্যেও উঠে আসে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অস্তিত্বের সংকট প্রভৃতি দিকগুলি। বাংলা সাহিত্যের এরকম প্রেক্ষাপটে কিছু কবি-সাহিত্যিক হাত বাড়িয়েছেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের রচনাগুলির দিকে। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মঙ্গলকাব্যগুলিকে অনুষঙ্গ করে রচিত হয়ে চলেছে অসংখ্য কাব্য-কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্প। বিশেষ করে মনসাদেবী ও চণ্ডীর মিথ নিয়ে লেখা অনেকগুলি রচনা আমরা পেয়ে থাকি। বিশ শতকের প্রথম ভাগে কয়েকটি রচনা পেলেও মূলত এই শতকের দ্বিতীয় ভাগে মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী নিয়ে একাধিক কাব্য-কবিতা-নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প রচিত হয়েছে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মনসামঙ্গল কাব্যের নবনির্মাণ ঘটেছে এই সময়। এই অভিনব সাহিত্য ধারার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং প্রত্যেকটি সাহিত্যই গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র সাহিত্য রূপে গড়ে উঠেছে। ‘‘আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসা-কথার নবনির্মাণ : ভাবনায় ও প্রকরণে’’ কীভাবে ঘটেছে, তার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হল আমার গবেষণা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

মনসামঙ্গল কাব্যগুলি অবলম্বনে রচিত সাহিত্য নিয়ে এযাবৎ বহু কাজ হলেও সেই সকল সাহিত্যের প্রকরণে ও ভাবনার দিক থেকে কতটা নবনির্মাণ ঘটেছে, তা নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা বা নিবিড় আলোচনা হয়ে ওঠেনি। গতানুগতিক কাহিনীকে অবলম্বন করলেও সংযোজন-বিয়োজন, বর্তমান পরিবেশ ও মানসিকতার পরিবর্তনে কীভাবে সেগুলি একেবারে নতুন সাহিত্য হয়ে উঠেছে সেদিকটি নিয়ে পরিপূর্ণ আলোচনা এখনও হয়নি। আমার গবেষণা কাজের উদ্দেশ্য হল মনসা-কথাকে নিয়ে রচিত গদ্য আখ্যান, নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্পগুলির অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ এবং নিবিড় আলোচনার মাধ্যমে মনসা-কথার মিথ কীভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, তা আলোচনা করা। আর উদ্দেশ্য সার্থক করে তোলার জন্য আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পটিকে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে গবেষণার কাজে এগিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছি—

ভূমিকা :
প্রথম অধ্যায় : মনসা-কথার মিথ
দ্বিতীয় অধ্যায় : মনসামঙ্গল কাব্যে মনসার পরিচয়
তৃতীয় অধ্যায় : আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংরূপ-এ মনসা-কথার পরিচয় সংক্ষেপ
চতুর্থ অধ্যায় : আধুনিক বাংলা গদ্য আখ্যানে মনসা-কথার নবনির্মাণ
পঞ্চম অধ্যায় : আধুনিক বাংলা নাটকে মনসা-কথার নবনির্মাণ
ষষ্ঠ অধ্যায় : আধুনিক বাংলা কাব্য-কবিতায় মনসা-কথার নবনির্মাণ
সপ্তম অধ্যায় : আধুনিক বাংলা উপন্যাসে মনসা-কথার নবনির্মাণ
অষ্টম অধ্যায় : আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মনসা-কথার নবনির্মাণ
উপসংহার :

প্রথম অধ্যায়

মনসা-কথার মিথ

লৌকিক সমাজে সর্পদেবী মনসার পূজার প্রচলন বহুল। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানুষের মনে প্রোথিত এই মনসাদেবীর মিথ। ক্রমে এই মিথ লৌকিক সমাজ ছাড়িয়ে বৃহত্তর মানব সমাজে প্রচলিত হয়েছে। সর্প সম্পর্কিত ধারণা বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রচলিত। সাধারণত মানুষ সর্পের থেকে ভয়ের কারণে তার সন্তুষ্টির জন্য পূজা-অর্চনা করতে থাকে। সর্পপূজার প্রচলন এভাবে হতে থাকে। এই সর্পকে আবার উর্বরা শক্তির প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই সাপ 'totem' হিসেবে উঠে এসেছে। যেমন নাগজাতিরা নিজেদের সর্পের তথা নাগের বংশধর মনে করত। সর্পের মঙ্গলময়ী রূপের ক্ষেত্রে সর্পকে পূর্বপুরুষ ধরে বাস্তুভিটার রক্ষক মনে করা হয়। আমাদের ভারতবর্ষে অষ্ট্রিক জাতি অপেক্ষা দ্রাবিড় জাতির কাছে সর্পপূজার প্রচলন বেশি। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় জাতির দ্বারা পূজিত সর্পদেবীর নাম ‘মনচা অন্মা’ বা ‘মঞ্চাম্মা’। আর এই শব্দ থেকে ‘মনসা’ নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। আবার বৌদ্ধ সাধনামালার ‘জাঙ্গুলী তারা’ পরে মনসাতে রূপান্তরিত হয়েছে বলা যেতেও পারে। আমাদের বাংলাদেশে আবার এই মনসাদেবীকে শিবের ‘মানস কন্যা’

বলা হয়ে থাকে। লৌকিক সমাজের দেবীকে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের কবিরা ব্রাহ্মণ্য দেবতা শিবের কন্যা রূপে দেখিয়ে মনসাকে উচ্চবিত্ত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এভাবে মনসা দেবীর মিথের মধ্য দিয়ে আর্য-প্রাগার্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে। বাংলাতে এই মনসা জাঙ্গুলী, পদ্মাবতী নামেও পরিচিত। বাংলা সাহিত্যের শাখা মঙ্গলকাব্যগুলিতে মনসা, পদ্মাবতী, জাঙ্গুলী এই নামগুলি পাওয়া যায় স্পষ্টভাবে। প্রথম অধ্যায়ের মনসাকথার মিথ সম্পর্কিত সামগ্রিক একটি পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্যে মনসার পরিচয়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যধারার প্রাচীনতম শাখা হল মনসামঙ্গল। এই মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে মনসাদেবীর যে পরিচয় তা সংক্ষিপ্ত আকারে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অবলম্বন স্বরূপ নিয়েছি নিম্নোক্ত কাব্যগুলি—

১. পশ্চিমবঙ্গীয় বা রাঢ়বঙ্গের কবি বিপ্রদাস পিপলাই (পঞ্চদশ শতাব্দী)

২. পূর্ববঙ্গীয় কবি বিজয়গুপ্ত (পঞ্চদশ শতাব্দী)

৩. পূর্ববঙ্গীয় কবি নারায়ণদেব (পঞ্চদশ শতাব্দী)

৪. উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল (সপ্তদশ শতাব্দী)

গতানুগতিক একটি কাহিনীতেই মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হলেও ব্যক্তি বিশেষে, স্থানের পার্থক্যে, সময়ের ব্যবধানে প্রত্যেক কবির কাব্য স্বতন্ত্র মাত্রা রাখে। মনসাদেবীর পরিচয় ও সেই সঙ্গে চাঁদ সদাগর বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীও প্রত্যেকটি কাব্যে স্বতন্ত্র মাত্রা রাখে। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীর কাব্যগুলিতে— বিপ্রদাসের ‘মনসাবিজয়’, বিজয়গুপ্তের ‘পদ্মাপুরাণ’, নারায়ণ দেবের ‘পদ্মাপুরাণ’-এ দেবমাহাত্ম্য যেভাবে প্রচারিত হয়েছে, যেনতেন প্রকারে পূজা আদায়ই প্রধান হয়ে উঠেছে। সপ্তদশ শতকের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে মানবতার জয়গানই হয়েছে বেশি।

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্য সংরূপ-এ মনসা-কথার পরিচয় সংক্ষেপ

মনসা-কথাকে অবলম্বন করে আধুনিক যুগে বিভিন্ন প্রকরণ, যথা— গদ্য আখ্যান, নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প রচিত হলেও প্রত্যেকটি সাহিত্য লেখকের ভাবনায় নতুন মাত্রা লাভ করেছে। মনসামঙ্গল কাব্যকে নিয়ে যেমন গদ্য আখ্যান লেখা হয়েছে, তেমনি আবার সংলাপের মধ্য দিয়ে কাব্যগুলি হয়ে উঠেছে আধুনিক নাটক। মনসামঙ্গলের মিথকে অনুষঙ্গকে করে বর্তমানের জীবনযন্ত্রণা উঠে এসেছে উপন্যাস, ছোটগল্প ও কাব্য-কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে। তৃতীয় অধ্যায়টিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আধুনিক সাহিত্য সংরূপে অর্থাৎ গদ্য আখ্যান, নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্পে মনসামঙ্গলের কাব্যগুলির যে নবনির্মাণ, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক বাংলা গদ্য আখ্যানে মনসা-কথার নবনির্মাণ

বিশ শতকের প্রথম দিকে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মনসামঙ্গলের ঐতিহ্যকে গদ্যের আকারে বাঙালীর সামনে তুলে ধরেছেন ‘বেহুলা’ (১৯০৭) রচনাটির মধ্য দিয়ে, তা চতুর্থ অধ্যায়ে রেখেছি। বর্তমানের আধুনিক ও উত্তর আধুনিক যুগে নারী সমাজের কাছে প্রাচীন কাব্যের বেহুলার পাতিব্রত্য, সততা, একনিষ্ঠতা অবহেলার পর্যায়ে না যায়, তাই তিনি এই আদর্শ নারীর জীবনকথা বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রচনা করেছেন ‘বেহুলা’ গদ্য আখ্যানটি।

পঞ্চম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা নাটকে মনসা-কথার নবনির্মাণ

আধুনিক বাংলা নাট্য জগতে মনসা-কথার নবনির্মাণে যে নাটকগুলিকে আলোচনার মধ্যে নিয়েছি, সেগুলি হল—

১. ‘চাঁদ সদাগর’ (১৯২৭)— মন্মথ রায়

২. ‘সওদাগরের নৌকা’ (১৯৭৬)— অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. 'চাঁদ বণিকের পালা' (১৯৭৮)— শম্ভু মিত্র

৪. 'মনসা কথা' (২০০১)— শেখর দেবরায় ইত্যাদি।

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীকে নিয়ে বিশ শতকের প্রথমেই মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর' নাটকে শিব ও মনসা একই বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। শিবের আত্মজা হয়ে উঠেছেন মনসা। 'সওদাগরের নৌকা'তে প্রসন্ন চাঁদের মতো ট্রাজিক চরিত্র হয়ে উঠেছে। তবে সে নিজেকে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন বাঁচার তাগিদে। একই রকমভাবে চাঁদ সদাগর, সনকা, লখীন্দর, বেহুলাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন যুগযন্ত্রণার ছবি প্রতিফলিত হয়েছে 'চাঁদ বণিকের পালা'য়। আবার 'মনসা কথা'য় দেবী মনসা সাধারণ দরিদ্র মানুষের মাতা রূপে উঠে এসেছেন। এইভাবে আলোচ্য প্রতিটি উপন্যাসই হয়ে উঠেছে মনসাকথার নবনির্মাণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আধুনিক বাংলা কাব্য-কবিতায় মনসা-কথার নবনির্মাণ

আধুনিক বাংলা কাব্য-কবিতায় মনসামঙ্গল কাব্যের রূপান্তর বা নবনির্মাণে, বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহীত কাব্য-কবিতাগুলি হল—

১. 'চাঁদ সদাগর' (বৈকালী কাব্যে ১৯৪০ খ্রী: সংকলিত)— কালীদাস রায়

২. 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' ('রূপসী বাংলা' ১৯৬১ কাব্যের অন্তর্গত)
— জীবনানন্দ দাশ

৩. 'বেহুলা-নাচানো স্বর্গ' ('মৃত্যুত্তীর্ণ' ১৩৬২, কাব্যের অন্তর্গত)— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪. 'বেহুলা' ('লখিন্দর' ১৯৫৩, কাব্যের অন্তর্গত)— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫. 'এবং লখীন্দর' ('আলেখ্য' ১৯৫২-৫৮, ও শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্তর্গত)— বিষ্ণু দে

৬. 'লখিন্দর', 'বেহুলা', 'সনকা', 'চাঁদ সদাগর' ও 'মনসা' ('কৌটোর ইচ্ছেগুলো' ১৯৬৪, কাব্যের অন্তর্গত) — জিয়া হায়দার

৭. 'বেহুলা' (১৩৭৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন মাসে 'অলিন্দ' পত্রিকার ৮ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং শ্রেষ্ঠ কবিতায় ১৯৭৫ খ্রী: সংকলিত) — সঞ্জয় ভট্টাচার্য

৮. 'ও বেহুলা' (শ্রেষ্ঠ কবিতার ১৯৯১, অন্তর্গত)— অরুণ মিত্র

৯. 'হেতালের লাঠি' (১৩৯০ বঙ্গাব্দে শারদীয়া আনন্দবাজারে প্রথম প্রকাশ, পরে শ্রেষ্ঠ কবিতায় ১৯৮৪, অন্তর্ভুক্ত হয়)— শঙ্খ ঘোষ

১০. ‘মনসা-মঙ্গল’ (‘অনন্ত ভাসানে’ কাব্যগ্রন্থে ও শ্রেষ্ঠ কবিতায় ১৯৯৫, অন্তর্ভুক্ত হয়)
— শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

১১. ‘একালের মঙ্গলকাব্য’ (২০০৩)— উত্তম দাশ

১২. ‘বেহুলার ভেলা’ (রফিক উল্লাহ খান সম্পাদিত বাংলাদেশের তিন দশকের কবিতা ২০০৫ গ্রন্থে সংকলিত) — দীপঙ্কর মাহমুদ

১৩. ‘ডিঙা’ (শ্রেষ্ঠ কবিতায় ২০০৮ অন্তর্গত)— জয় গোস্বামী

১৪. ‘চাঁদ বণিকের ডিঙা’ (একালের কবিতা সঞ্চয়ন কাব্যের ২০০৯ অন্তর্ভুক্ত)।

আধুনিক বাংলা কবিতায় মনসা-কথার মিথ উঠে এসেছে একেবারে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। মনসার চাঁদ সদাগর-সনকা-বেহুলা-লখীন্দর প্রভৃতি চরিত্রের ভাবনাগুলিকে নিয়ে কবিতা লিখিত হয়েছে অভিনব রীতি। আধুনিক ও উত্তর আধুনিক যুগের মানুষের জটিলতা, মূল্যবোধহীনতা, মানবিকতার অবক্ষয়, নিঃসঙ্গতা, আত্মসংকট, নারীর অবমাননা তুলে ধরতে গিয়ে কবিরা অবলম্বন করেছেন মনসামঙ্গলের মিথকে। আর এই সূত্রেই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে নতুন ভাবনায়, নতুন প্রকরণে উঠে আসে মনসা-কথার মিথ। সেই সঙ্গে মনসামঙ্গলের চম্পক-নগরের অধিপতি, চাঁদ বণিকের হেতালের লাঠি, ডিঙা ও বেহুলার ভেলা অন্যায় প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

সপ্তম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা উপন্যাসে মনসা-কথার নবনির্মাণ

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের নব নির্মাণের ক্ষেত্রে যে উপন্যাসগুলি মূল আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে নিয়েছি সেগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান হল—

১. ‘চাঁদবেনে’ (১৯৮৪)— সেলিনা হোসেন

২. ‘চাঁদবেনে’ (১৯৯৩)— অমিয়ভূষণ মজুমদার

৩. ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর’ (১৯৯৫)— অভিজিৎ সেন

৪. ‘স্বপ্নের ফেরিওয়ালা’ (১৯৯৯) — সত্যপ্রিয় ঘোষ

মনসামঙ্গলের মিথকে নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলিতে চাঁদ সদাগর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মনসারূপী অশুভ শক্তিকে দূরে সরিয়ে সত্যের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছে চাঁদ। সেই সঙ্গে লখীন্দরও হয়ে উঠেছে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবাপুরুষ ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখীন্দর’ উপন্যাসে।

অষ্টম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মনসা-কথার নবনির্মাণ

সর্বশেষে যে সমস্ত আধুনিক বাংলা ছোটগল্পগুলির মধ্যে মনসাকথার নবনির্মাণ ঘটেছে সেগুলি হল—

১. ‘বেহুলা’ (‘প্রমা’ ১৯৭৮ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ, পরে তাঁর ছোটগল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত) — মহাশ্বেতা দেবী

২. ‘বেহুলা’ (১৩৯২ বঙ্গাব্দে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত)— বিমল কর

৩. ‘সতত বেহুলা’ (‘পরিকথা’ ডিসেম্বর ২০০৫, পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ, পরে ‘গল্প-৫০’-এর অন্তর্ভুক্ত হয়)— সাধন চট্টোপাধ্যায়

মনসা-কথার বেহুলাকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গল্পে তুলে ধরেছেন গল্পকারগণ। এই বেহুলা কখনো নদীরূপে, কখনো বাড়ির কাজের মেয়ে রূপে অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আবার প্রৌঢ় নিঃসঙ্গ মানুষের বাঁচার অবলম্বন রূপেও উঠে এসেছে গল্পে। এইভাবে মনসা-কথার আধুনিক নবনির্মাণ ঘটেছে ছোটগল্পগুলিতে।

মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের যে আধুনিক রূপান্তর বা নবনির্মাণ বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে আজকের একুশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত, সেই অন্বেষণের ফলই আমার গবেষণায় তুলে ধরেছি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ এক শতক ধরে মনসামঙ্গল কাব্যের মিথের যে প্রয়োগ, তা গদ্য-আখ্যান, নাটক, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্পতে রচয়িতার নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন প্রকরণের মাধ্যমে এই মিথীয় ভাবনাগুলি উঠে এসেছে। উক্ত আলোচনাগুলির মধ্য দিয়েই মনসা-কথার যে নবনির্মাণ আমার অনুসন্ধানে উঠে এসেছে তার একটি ধারা স্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস করেছি।